দৈনিক খবর

তারিখ 05 SEP 1992

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে রক্তাক্ত ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন ছাত্র নিহত ।। দু'জন আহত

সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত

আজ-কাল পরীক্ষা ও ক্লাস হবে না

মামুনের দু'বোন ভাই হারানোর শোকে ভেঙ্গে পড়েছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছিলো। আহত নাসির উদ্দিন খান জুনায়েদের অবস্থা আশংকাজনক। তাকে ঢাকা মেডিকেল, বক্ষব্যাধি ও পরে পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে পুলিশ ৪/৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ছাড়া আর কোন ভূমিকা পালন করেনি। ঘটনার পর পুলিশ ২টি হলে তল্লাশি চালিয়েছে। তবে কাউকে গ্রেফতার কিংবা কোন ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পরিস্থিতির পর আজ শনিবার এবং কাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস বাতিল এবং পরীক্ষা স্থগিত করেছেন।

গতকাল শুক্রবার ভোর পৌনে চারটার সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জসিমউদ্দিনহলে আশ্রয়গ্রহণকারী গ্রুপটি সূর্যসেন হলে আক্রমণ পরিচালনার পর ক্যাম্পাসে আতঙ্ক নেমে আসে। দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলীর সময় নিরীহ ছাত্ররা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে ফ্লোরে শুয়ে পড়ে। রাত পৌনে চারটার দিকে অপারেশনের প্রথমেই জসিম উদ্দিন হলের অস্ত্রধারীরা সূর্যসেন হলে গুলীবর্ষণ করতে করতে ২৬৫ নম্বর রুমে প্রবেশ করে। একজন নেতাকে খোঁজার কথা বলে অস্ত্রধারীরা মাহমুদ হোসেনের বুকে কাটা রাইফেল ঠেকিয়ে গুলী করে। এতে ঘটনাস্থলেই মাহমুদ হোসেন নিহত হয়। হামলাকারীরা গুলী করতে করতে পুনরায় রুম থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় সূর্যসেন হলে আশ্রয়গ্রহণকারী অন্য গ্রুপের অস্ত্রধারীরাও গুলীবর্ষণ করতে থাকে।

গোলাগুলীর এক পর্যায়ে আশরাফুল আলম মামুন তার অপর দু'জন সঙ্গীসহ জিয়া হল থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের দেয়াল টপকে শাহবাগ সড়কে যাবার সময় আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের সামনে থেকে একদল অস্ত্রধারী তাকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

সূর্যসেন হলে মাহমুদকে গুলী করে হত্যা করার পর তাকে হলের ছাদের পানির ট্যাংকির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়। পরে পুলিশ হলে প্রবেশ করে সাধারণ ছাত্রদের সহায়তায় তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তার লাশ। ঢাকা মেডিকেল মর্গে পাঠায়। মাহমুদ হোসেন সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর রুমের আবাসিক ছাত্র। অপরদিকে আশরাফুল আলম মামুন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের নির্বাচিত সহ-ক্রীড়া সম্পাদক এবং ঐ হলের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক। তিনিও সূর্যসেন হলে অবস্থান করতেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

রাত পৌনে চারটা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে গুলী বিনিময় চলতে থাকে। এতে কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়েছে। গুলীবর্ষণের সময় ছাত্রদলের একাংশ সূর্যসেন হলের ভেতরে প্রবেশ করার পর বিবদমান অংশটিও ভেতর থেকে গুলীবর্ষণ করতে থাকে। সূর্যসেন হলে আশ্রয়গ্রহণকারীদের আরেকটি অংশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের উত্তর দিকে আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের সামনে অবস্থান গ্রহণ করে গুলীবর্ষণ করতেথাকে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, সংঘর্ষ শুরু হবার আধ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রদলের একটি গ্রুপ বিভিন্ন মহল্লার ছাত্রদলের সমর্থক অস্ত্রধারীদের টেলিফোন করে আসার অনুরোধ জানায়। তারা ক্যাম্পাসের আশপাশে থেকে গুলীবর্ষণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী নীলক্ষেত, এলিফেন্ট রোড, শাহবাগ এলাকায় বসবাসকারীরা এ সময়ে গগন বিদারী গুলীর শব্দে আতংকিত হয়ে পড়ে। তারা জানিয়েছেন, উভয় পক্ষই বন্দুক যুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

নিহত আশরাফুল আলম মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বর্তমান ঠিকানা ৩৭/৭, মোহাম্মদপুর। গ্রামের বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানায়। পিতা আবদুস শুক্কুর গৃহস্থালী কাজ ও টুকটাক ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সে জিয়া হলের ছাত্রদল নেতা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্তের পর ছাত্রদলের কর্মীরা তার লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গতকালের ঘটনায় নিহত অপর ছাত্র খন্দকার মাহমুদ হোসেন ওরফে সুমন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এবং সূর্যসেন হলের ছাত্র। তার গ্রামের বাড়ী বরিশালের বানরীপাড়ায়। পিতা খন্দকার আলতাফ হোসেন খুলনা জুট মিলে কর্মরত। তিন বোন এবং এক ভাইয়ের মধ্যে মাহমুদ হোসেন সবার ছোট। ময়না তদন্তের পর গতকাল পুলিশ তার লাশ গ্রহণ করেছে।

এছাড়া গোলাগুলীর সময় সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর রুমের সামনে পেটে গুলীবিদ্ধ নাসির উদ্দিন খান জুনায়েদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পাঠানোর পর পুনরায় তাকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত অপর ছাত্র আবুল কাশেমকে (২৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তিনি ছুটোছুটি করার সময় পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দু'জন ছাত্র নিহত ও অপর দু'জন ছাত্র আহত হবার পর গতকাল সারাদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে অবস্থা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছিলো। অনেক ছাত্র-ছাত্রীই পুনরায় সংঘর্ষের আশংকায় হলত্যাগ শুরু করেছে।

ছাত্রদলের বিবদমান দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের পর এদের একটি গ্রুপ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। অন্য গ্রুপের একজন নেতা ক্যাম্পাস ত্যাগকারী অপর গ্রুপের প্রধান ব্যক্তির লাশের জন্যে পুনরায় ঘোষণা দিয়েছে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে।